



## একটি ব্রোডসিক পোল্ট্রি নিউজলেটার ওয়ার্ল্ড'স পোল্ট্রি সায়েন্স এসোসিয়েশন-বাংলাদেশ শাখা (WPSA-BB)

WPSA-BB ব্রোডসিক নিউজলেটার

মে বর্ষ

১ম সংখ্যা

সেপ্টেম্বর ২০১৫ খ্রি:

ওয়েব : [www.wpsa-bb.com](http://www.wpsa-bb.com)

### এ সংখ্যায় থাকছে

- ১। সম্পাদকীয়: পৃষ্ঠা ২
- ২। প্রবন্ধ/নিবন্ধ: পৃষ্ঠা ২-৪
- ৩। WPSA-BB বার্তা: পৃষ্ঠা ৫-৬
- ৪। WPSA ওয়ার্ল্ডওয়াইড আধারণ বার্তা: পৃষ্ঠা -৭
- ৫। ছবিতে WPSA-BB কার্যনির্বাহী কমিটি- ২০১৫-২০১৬: পৃষ্ঠা ৮

### সম্পাদকীয় উপদেষ্টামণ্ডলী

জনাব শামসুল আরেফিন খালেদ, সভাপতি, WPSA-BB

জনাব মোঃ সিরাজুল হক, সাধারণ সম্পাদক, WPSA-BB

জনাব মসিউর রহমান, প্রাতন সভাপতি, WPSA-BB

### সম্পাদক

প্রফেসর ড. এমদাদুল হক চৌধুরী, সহ-সভাপতি, WPSA-BB

ই-মেইলঃ [emdad001@yahoo.com](mailto:emdad001@yahoo.com)

### উপ-সম্পাদক

ডাঃ মোহাম্মদ কামরুজ্জামান, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, WPSA-BB

ই-মেইলঃ [biolabbd@gmail.com](mailto:biolabbd@gmail.com), [info@biolab.com.bd](mailto:info@biolab.com.bd)

### সম্পাদনা পরিষদ সদস্যবৃন্দ

ড. সুবাস চন্দ্র দাস, কার্যনির্বাহী সদস্য, WPSA-BB

ড. এ. বি এম খালেদুজ্জামান, কার্যনির্বাহী সদস্য, WPSA-BB

জনাব মোঃ রফিকুল হক, প্রাতন সাধারণ সম্পাদক, WPSA-BB

### সার্বিক সহযোগিতা

WPSA-BB সচিবালয়

মেগা ডিমসাইল, ফ্ল্যাট বি-৬, প্লট-৯১, রোড-৮, ব্লক-বি

নিকেতন, গুলশান-১, ঢাকা-১২১২, বাংলাদেশ।

ফোনঃ ৮৮০৩২২০৩৮, মোবাইলঃ ০১৭১১৩৭১০১৯, ফ্যাক্সঃ ৮৮০৩২২০৭

ই-মেইলঃ [info@wpsa-bb.com](mailto:info@wpsa-bb.com), ওয়েব : [www.wpsa-bb.com](http://www.wpsa-bb.com)

### সভাপতির বাণী



WPSA-BB এর নিয়মিত কার্যক্রমের মধ্যে নিউজলেটার প্রকাশনা একটি অন্যতম কাজ হলেও শেষ ও সেমিনার, নির্বাচন এবং নির্বাচনাভূত ইঞ্জিএম আয়োজনের কারণে গত দুটি সংখ্যা নিয়মিত পরিসরে প্রকাশ করা স্বত্ত্ব হয়েনি বিধায় সম্পাদকীয় পরিষদের পক্ষ থেকে আমি স্বাক্ষর করছি। যাহোক, WPSA-BB নিউজলেটার'এর ৫ম বর্ষের ১ম সংখ্যা মথাসময়ে প্রকাশিত হচ্ছে বিধায় আমি প্রকাশনায় সম্পৃক্ত সকলকে জানাচ্ছি আন্তরিক ধন্যবাদ।

সুবী, প্রাণীজ আমিয়ের উৎস হিসেবে তিম সারা বিশ্বে সমাদৃত। বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশে পোল্ট্রি উৎপাদন বাড়লেও বৃহত্তর জনগোষ্ঠী বিশেষ করে নিম্ন আয়ের জনগণ ক্ষেত্রের ছাত্র-ছাত্রীদের একটি বিরচিত অংশ এবং নিয়মিত তিম খেতে পারছে না। তাই একদিকে যেমন দেশে তিম উৎপাদন বাড়ানো প্রয়োজন অন্যদিকে ডিমের পুষ্টিমান সম্পর্কেও ব্যাপক প্রচারণা দরকার। একইসাথে তিমের বাজার ব্যবস্থা উন্নয়নও সময়ের দাবী।

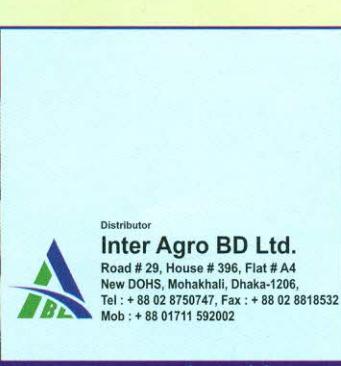
আপনারা জানেন যে, আগামী ৯ ই অক্টোবর, ২০১৫ সারা বিশ্বে 'বিশ্ব ডিম দিবস ২০১৫' উদযাপন করা হবে। দিবসটির গুরুত্ব বিবেচনায় এনে WPSA-BB এর সার্বিক সহযোগিতায় বাংলাদেশ পোল্ট্রি ইন্ডাস্ট্রি সমষ্টি বৰ্ষবর্ষ কমিটি (BPICC) কর্তৃক রাজধানী ঢাকাসহ ৭টি বিভাগীয় শহরে একই সঙ্গে বিভিন্ন স্থানে সম্বলিত প্লাকার্ডসহ শোভাযাত্রা, 'মিট দ্য প্রেস' এবং বিভিন্ন স্থানে সম্বলিত পোষ্টারিং করবে।

প্রিয় পাঠক, আপনারা নিশ্চয় অবগত আছেন যে, বাংলাদেশে এভিয়ান ইনফু হেঞ্জার প্রাদুর্ভাব দেখা দেওয়ার পর থেকে প্রতি বছরই শীত মৌসুমে এর প্রাদুর্ভাবের মাত্রা বেড়ে যায়। অতীত অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে, তাপমাত্রা কমার পূর্বে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সময়োচিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় না বিধায় এভিয়ান ইনফু হেঞ্জার প্রাদুর্ভাব প্রক্ট আকার ধারণ করে। তাই রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য এ সময়ে ফ্লকে মানসম্পন্ন খাবার সরবরাহ নিশ্চিত করাসহ সঠিকভাবে বায়োসিকিউরিটি বা জীব নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনায় মনোযোগী হওয়া খুবই জরুরী। শীত মৌসুম শুরু হওয়ার পূর্বেই অবশ্যই ফার্মের বায়োসিকিউরিটি উন্নতকরণে নজরদারী রাখা অতীব প্রয়োজন বলে আমি মনে করি। বিগত দিনগুলোর মতই তৃণমূল খামারীদের কল্যাণে জীব নিরাপত্তা ও পোল্ট্রি শিল্প উন্নয়ন সহায়ক বিভিন্ন সেমিনার, কর্মশালা, প্রশেদ্ধনা এবং সচেতনতামূলক প্রচার-প্রচারণা পরিচালনায় WPSA-BB আগামীতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে যাবে বলে আমরা আশাবাদী।

স্বাক্ষর পাঠকবৃন্দ; পাঠকের ভালবাসা, স্বাক্ষর সেখকদের আন্তরিকতা, বিজ্ঞাপনাদাতা, শুভানুধায়ী এবং WPSA-BB এর স্বাক্ষরিত সদস্যদের সহযোগিতা আমাদের সবসময় কাম। WPSA-BB নিউজলেটার'এর সার্বিক মান উন্নয়নে আপনাদের নতুন নতুন ধারণা, গঠনমূলক সমালোচনা ও পরামর্শ কামনা করছি। সবাইকে পবিত্র স্টেডুল আয়োজন শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

শামসুল আরেফিন খালেদ  
সভাপতি, WPSA-BB

Our Experience. Your Success.



## সম্পাদকীয়



WPSA-BB এর নৃতন কমিটির দায়িত্ব নেয়ার পর WPSA-BB এর নিয়মিত প্রকাশনা হিসেবে নিউজলেটার WPSA-BB সেপ্টেম্বর ২০১৫ প্রকাশিত হল। এ সংখ্যাটিতে “মুরগির খাদ্যে এন্টিবায়োটিক ব্যবহার কি অপরিহার্য?” শীর্ষক শিরোনামে লিখেছেন দেশের স্বামধন্য পোলিট্রি বিশেষজ্ঞ প্রফেসর ড. প্রিয় মোহন দাস। প্রফেসর দাস-এর সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতা নির্ভর ও তথ্য সমৃদ্ধ এ লিখাটি পড়ে পোলিট্রি শিল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলেই উপকৃত হবেন বলে আমার বিশ্বাস। এছাড়া এ সংখ্যায় আরও থাকছে দেশে ও বিদেশে উদ্যাপিত হয়েছে বা হবে এরকম অনেক পোলিট্রি সংশ্লিষ্ট খবরাখবর। আমাদের আগামী সংখ্যাটি ডিসেম্বর ২০১৫ তে প্রকাশিত হবে। আপনার লিখা নিউজলেটারকে আরো সমৃদ্ধ করবে। সকলকে লেখা পাঠানোর জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করছি। পোলিট্রি শিল্প আরও উন্নতির পথে এগিয়ে যাক এ শুভ কামনা করছি। সবাই ভালো থাকুন।

(প্রফেসর ড. এমদানুল হক চৌধুরী)  
সম্পাদক

## প্রবন্ধ/নিবন্ধ



# মুরগির খাদ্যে এন্টিবায়োটিক ব্যবহার কি অপরিহার্য?

প্রফেসর ড. প্রিয় মোহন দাস

প্র্যাথলজি বিভাগ

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ

চিকিৎসা বিজ্ঞান পরিভাষায় “অ্যাট্রোফি (Atrophy)” নামে একটি শব্দ আছে, যার অর্থ কোন অঙ্গ ছোট হয়ে যাওয়া এবং কর্মক্ষমতা কমে যাওয়া। বিবিধ কারণের মধ্যে অ্যাট্রোফির দুটি কারণ হলো-আলোচ্য অঙ্গ ব্যবহার না করা (*disuse atrophy*) অথবা অতিরিক্ত ব্যবহার করা (*over used atrophy*)। এন্টিবায়োটিক ব্যবহারের ক্ষেত্রেও এই কথা প্রযোজ্য বিধায় এই অবতারণা।

বিজ্ঞান বলে “এন্টিবায়োটিক যত বেশী ব্যবহৃত হবে, তার কার্যক্ষমতা তত বেশী হ্রাস পাবে”। তাছাড়া জীবাণুগুলোর যেই হারে এন্টিবায়োটিক সহ্য করার ক্ষমতা বাড়ছে সেই হারে নতুন এন্টিবায়োটিক আঙ্কৃত হচ্ছে না। ফলে এমন সময় আসতে পারে যখন এই ক্ষতিকর (রোগ সৃষ্টির কারণ) জীবাণুগুলোকে প্রতিরোধ/প্রতিকার করার জন্য কোন এন্টিবায়োটিক খুঁজে পাওয়া যাবেনা। তাহলে প্রয়োজন ব্যতিত এন্টিবায়োটিক ব্যবহার করা কি বুদ্ধিমানের কাজ হবে? ইদানিং লাইফবয় সাবানের একটি টেলিভিশন বিজ্ঞাপন আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। বলা হয়েছে “জীবাণু হয়েছে শক্তিশালী”। কিভাবে জীবাণুরা শক্তিশালী হয়? আসলে এখানে বুঝানো হয়েছে যে সচরাচর ব্যবহৃত এন্টিবায়োটিক দ্বারা এখন জীবাণু মারা কঠিন হয়েছে, তাই জীবাণুকে শক্তিশালী বলা হয়েছে বস্তুত: জীবাণুর এন্টিবায়োটিক সহ্য করার ক্ষমতা বেড়ে গেছে অর্থাৎ Antibiotic resistance হয়ে গেছে। বিজ্ঞাপনের একটি বাকেই সার্বিক পরিস্থিতি উপস্থাপিত হয়েছে। এই পরিস্থিতির জন্য কি জীবাণু দায়ী, না অন্য কেউ বা কাহারা দায়ী? জীবনের বৈশিষ্ট্য হলো-বংশধর রেখে যাওয়া। যেমন আমরা চাই সন্তান সন্ততি রেখে যেতে এবং পরবর্তীতে তারা যেন ভালো থাকে। আমাদের এই উদ্দেশ্য বজায় রাখতে আমাদেরকে পরিস্থিতির সাথে খাপ খাওয়ায়ে চলতে হয়। জীবাণুরও ঠিক একই কাজটি করে থাকে, তাই জীবাণুকে দায়ী করা যায়না।

## উপ-সম্পাদকীয়



আন্তর্জাতিক শো ও সেমিনার আয়োজন, নির্বাচন, নির্বাচনোন্তর অনুষ্ঠানাদি আয়োজন এবং নৃতন কমিটির দায়িত্ব গ্রহণ প্রক্রিয়ায় ব্যস্ত থাকায় মোটামুটি একটি ব্যবধানে এ সংখ্যাটি প্রকাশিত হলো। তাছাড়াও সংখ্যাটির জন্য প্রয়োজনীয় লেখা ও বিজ্ঞাপন সংগ্রহে কিছুটা সময় নেয়ায় নিয়মিত প্রকাশনায় কিছুটা ব্যাঘাত হয়েছে বলে দুঃখিত। ভবিষ্যতে এ ব্যাপারে সকলের উদান্ত সহযোগিতা কামনা করছি। তথ্যবহুল এ সংখ্যাটি দ্বারা পোলিট্রি সংশ্লিষ্টরা উপকৃত হলে আমাদের শ্রম সার্থক হবে। সকলের জন্য শুভ কামনা থাকল। আল্লাহ হাফেজ।

(ডঃ মোহাম্মদ কামরুজ্জামান)

উপ-সম্পাদক

## PoultryStar®

Healthy gut – strong chick!  
Host-specific, well-defined, multi-species probiotics combined  
with prebiotics promote a beneficial gut microflora.

Marketed by

Animal Health Division  
Renata Limited  
poultrystar.blomin.net

Naturally ahead



For the  
profitability of  
your chicks!

Biomin

পরিমিত এবং সঠিক মাত্রায় যদি এন্টিবায়োটিক ব্যবহার করা হয় তবে জীবাণুগুলো মারা যায় এবং রোগ সৃষ্টি করতে পারে না এবং রোগের চিকিৎসা হয়। কিন্তু স্বল্প মাত্রায় যদি এন্টিবায়োটিক ব্যবহার করা হয় বা কোর্স সমাপ্ত করা না হয়, তবে জীবাণুগুলো ব্যবহৃত *Antibiotic resistance* হয়ে যায় এবং তাদের বংশধরেরাও *resistance* হয়ে যায়। ইদানিং প্রমাণিত হয়েছে যে শুধু নিজের বংশধরেরা নয়, অন্য বংশের (*Species*) জীবাণুরাও *Plasmid* এর মাধ্যমে *Antibiotic resistance* হয়ে যায়। বুঝা যাচ্ছে যে স্বল্প মাত্রায় এন্টিবায়োটিক ব্যবহার করা বা কোর্স সমাপ্ত না করাই জীবাণুকে *Antibiotic resistance* করে তোলে। কাজেই দায়ভারের তীরটা আমাদের দিকেই তাক করা হয়েছে। আশংকা করা হচ্ছে এই অবস্থা চলতে থাকলে এমন দিন আসতে পারে যখন আমিও জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হলে চিকিৎসার জন্য এন্টিবায়োটিক খুঁজে পাবনা। কাজেই ব্যাপারটি কি ভাবার বিষয় নয়? এন্টিবায়োটিক যখন খাদ্য চক্রে (*Food chain*) ঢুকে যায় তখন তা হয়ে যায় আরো মারাত্মক ক্ষতিকর। এন্টিবায়োটিকের অপব্যবহার দু'ভাবে আমাদের ক্ষতি করছে-

- ক) এন্টিবায়োটিকের অবশিষ্টাংশ মানুষের শরীরে গিয়ে ক্ষতিসাধন করে।
- খ) এন্টিবায়োটিক সহ্য করার মত (*Antibiotic resistance*) জীবাণু সৃষ্টি করে।

এবার আসা যাক মুরগির খাদ্যে এন্টিবায়োটিক ব্যবহার প্রসঙ্গে-

খাদ্যের ৬ টি মূল উপাদান ছাড়াও মুরগির খাদ্যে অতিরিক্ত কিছু উপাদান যোগ করা যেতে পারে বা হয়ে থাকে (Feed additive); যেমন : এন্টি অক্সিডেন্ট; এন্টি-কক্সিডিয়াল; ইমালসিফায়ার; সুগুড়ি/স্বাদ বৃদ্ধি কারক; পিলেট বাইন্ডার; রঞ্জক; ভেজ উপাদান; এন্টি-কেকিং এজেন্ট; হরমোন; প্রোবায়োটিক; আরসিনিক্যালস; তুঁতে; এডসরবেন্টস; মোল্ড ইনহিবিটরস; এনজাইম; এন্টিবায়োটিক ইত্যাদি।

খাদ্যে এন্টিবায়োটিকস ব্যবহার একটি বর্তকিত বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। দু'টো ভিন্ন ধারার চিন্তা বা মানসিকতা এখানে কাজ করছে।

আলোচনার সুবিধার্থে এই চিন্তাধারাকে দু'ভাগে: (ক) উৎপাদনকারীদের চিন্তাধারা; এবং (খ) ভোক্তাদের চিন্তাধারা হিসেবে মনে করা যেতে পারে। তবে মনে রাখতে হবে যে ব্যতিক্রম কিছু রয়েছে।

উৎপাদনকারীরা মনে করেন যে, খাদ্যে যদি স্বল্পমাত্রায় এন্টিবায়োটিক ব্যবহার করা হয় তবে মুরগির ওজন বৃদ্ধি হয়, রোগ বালাই কম হয়, মুরগির মৃত্যু হার কমে যায়, কম খাদ্য খেয়ে বেশী ওজন বাড়ে অর্থাৎ সার্বিকভাবে সবাই লাভবান হয়। এখানে উৎপাদনকারী বলতে শুধু খামারীদের বুঝানো হয়নি; বাচ্চা উৎপাদনকারী, খাদ্য প্রস্তুতকারী, ঔষধ প্রস্তুতকারী, খামারী-সবাইকে বুঝানো হয়েছে। চল্লিশের দশকে এন্টিবায়োটিক ওজন বৃদ্ধিকারী হিসেবে প্রথম খাদ্যে ব্যবহৃত হয় এবং আস্তে আস্তে এর ব্যবহার বৃদ্ধি পেতে থাকে। এমনকি যেসব দেশ বর্তমানে ওজন বৃদ্ধিকারী হিসেবে খাদ্যে এন্টিবায়োটিকস ব্যবহারের বিপক্ষে, তারাও ওই সময় এন্টিবায়োটিক ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছিল। তখন এন্টিবায়োটিকস ব্যবহারের ক্ষতিকর দিকগুলোর কথা চিন্তা করা হয়নি।

ভোক্তা মনে করেন যে খাদ্যে যদি স্বল্প মাত্রায় এন্টিবায়োটিক ব্যবহার

করা হয় তবে এর অবশিষ্টাংশ শরীরের গিয়ে ক্ষতি করতে পারে এবং জীবাণুগুলোতে এন্টিবায়োটিক সহ্য করার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় (*Antibiotic resistance*) এবং নতুন নতুন জীবাণুর বিবর্ধন (*Evolution*) ঘটে যাদেরকে এন্টিবায়োটিক দিয়ে প্রতিকার বা প্রতিরোধ করা যায় না। এভাবে চলতে থাকলে মানব প্রজাতি বিপন্ন হতে পারে। তাছাড়া যথেষ্ট এন্টিবায়োটিক ব্যবহার পরিবেশ (*Environment*) এবং প্রতিবেশের (*Eco-system*) জন্য ক্ষতিকর। ভোক্তাদের এই দাবী কিন্তু বর্তমানে চিকিৎসা বিজ্ঞানে প্রমাণিত। এন্টিবায়োটিক্স রেসিস্টেন্স জীবাণুর বিভিন্ন পদ্ধতিতে এন্টিবায়োটিক রিসিস্টেন্স করে থাকে, যেমন তাদের কোষের কাঠামোতে অথবা রাইবোসমে (*Ribosome*) পরিবর্তন এনে, *membrane carrier system* এ পরিবর্তন এনে, *synthesis & inactivating enzyme* দ্বারা। খাদ্যে এন্টিবায়োটিক ব্যবহার নিয়ে দ্বিমত থাকলেও রোগ নিরাময়ে এন্টিবায়োটিকের ব্যবহার কিন্তু কেউ অস্বীকার করছে না। তবে অনেক দেশেই রোগ প্রতিকারের জন্য এন্টিবায়োটিক ব্যবহার রেজিস্ট্রার্ড প্র্যাকটিশনারদের মাধ্যমে করার পক্ষে।

খাদ্যে সচরাচর ব্যবহৃত এন্টিবায়েটিকসমূহ হলো: এভিলামাইসিন, ফ্লেভোমাইসিন, ভারজিসামাইসিন, জিংক ব্যসিট্রেসিন, লিংককোমাইসিন, এমক্সিসিলিন, অক্সিট্রোসাইক্লিন, ক্লোরোট্রোসাইক্লিন, টায়ালিন, কলিষ্টিন ইত্যাদি। উৎপাদনকারীদের মনে একটি ভয় কাজ করে যে, যদি খাদ্যে এন্টিবায়োটিক ব্যবহার না করা হয় তবে ব্যবসায়িক ক্ষতি হতে পারে এবং ভোক্তাদের চাহিদা পূরণে ব্যর্থতা আসতে পারে। কোন কোন দেশে গবেষণায় দেখা গেছে যে এন্টিবায়োটিক খাদ্যে ব্যবহৃত না হলেও সার্বিকভাবে অর্থনৈতিক তেমন হেরফের হয় না, তবে ব্যবসায়িক/উৎপাদিত পণ্যের ধারাটায় কিছু পরিবর্তনের প্রয়োজন হতে পারে। আর এন্টিবায়োটিক ব্যবহার না করেও অন্য পদ্ধতিসমূহ গ্রহণ করে উৎপাদন ঠিক রাখা যায় বা ভোক্তাদের চাহিদা পূরন করা যায়।

উপরোক্ত বিষয়গুলো বিবেচনায় এনে পৃথিবীর ৬৯ টি দেশ খাদ্যে এন্টিবায়োটিকের ব্যবহার নিষিদ্ধ করেছে বা করতে যাচ্ছে। এর মধ্য আছে ইউরোপিয় ইউনিয়নের ২৮ টি দেশ। তাছাড়া আছে ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, মধ্যপ্রাচ্যের দেশ সমূহ, কোরিয়া, জার্মানি, ডেনমার্ক, তাইওয়ান প্রভৃতি দেশ। এই কাজটি পৃথিবীতে প্রথম করেছে সুইডেন এবং এশিয়ার মধ্যে দক্ষিণ কোরিয়া। এন্টিবায়োটিকের ব্যবহার সীমিত (*limited*) করা হয়েছে আমেরিকা, কানাডা, মেক্সিকো, জাপান, হংকং, চীন ও ভারতে। বাংলাদেশ সরকার ২০১০ সালে অক্টোবর মাসে পশ্চিমে এন্টিবায়োটিকের ব্যবহার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করে এবং পরবর্তীতে এনিম্যাল ফিড রুলস-২০১৩ প্রবর্তনের মাধ্যমে পশ্চিমাদ্যের গুণগতমান (*quality*) নিশ্চিতের আইন করে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে এই আইনের প্রয়োগ এখনো দৃশ্যমান নয়। এখানে একটি প্রসঙ্গ আনা প্রয়োজন বোধ করছি। আমরা অনেক সময় বলে থাকি যে পোল্ট্রি/পোল্ট্রি প্রোডাক্টস বাংলাদেশ থেকে বিদেশে রপ্তানী করা সম্ভব। তবে এতে এন্টিবায়োটিকের উপস্থিতি যে রপ্তানীর প্রধান প্রতিবন্ধক, তা কিন্তু সমাধানের ব্যবস্থা করি না। নীতি নির্ধারকদের দৃষ্টি এদিকে দেওয়া প্রয়োজন।

বেশীর ভাগ ক্ষতিকর জীবাণু খাদ্যনালী (*Gut*) দিয়ে ঢোকে এবং খাদ্যনালীতে পরিবর্তন আনে; ফলে রোগ হয়, খাদ্য সঠিকভাবে কাজে

লাগেনা বলে ওজন বৃদ্ধি হয় না, মৃত্যু হার বেড়ে যায় এবং খামারী কম লাভবান হয় বা ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এমতাবস্থায় যদি খাদ্যনালীর ব্যবস্থাপনা (*Gut health management*) সঠিক রাখতে পারি তবে উপরোক্ত প্রতিবন্ধকতা দূর করতে পারি। সেই ক্ষেত্রে এন্টিবায়োটিক্স খাদ্যে ব্যবহারের প্রয়োজন পরে না। *Gut health management* করার পদ্ধতিগুলো নিম্নে আলোচিত হল। এন্টিবায়োটিক ব্যবহার না করে খাদ্য সাথে প্রাকৃতিক গ্রোথ প্রমোটরস্ গুলি মেশানোর মাধ্যমে *Gut health management* করা যায়।

- ১। প্রোবায়োটিক্স, *Probiotics*** : প্রোবায়োটিক্স এ থাকে জীবন্ত জীবাণু অথবা স্পোর, যারা উপকারী জীবাণু অন্তে বৃদ্ধিতে সহযোগীতা করে অপকারী জীবাণুকে প্রতিহত করে। প্রোবায়োটিকের জীবাণুরা অন্তের দেয়ালে অবস্থিত অপকারী জীবাণুর *Receptors* গুলো বন্ধ করে দেয়, ফলে অপকারী জীবাণুরা *colonization* করতে পারেনা বিধায় রোগ সৃষ্টি করতে পারেনা। তাছাড়া প্রোবায়োটিকে উপস্থিত ল্যাকটিক এসিড তৈরিতে সক্ষম জীবাণুরা এসিডোলিন (*Acidolin*), এসিডোফিলিন (*Acidophilin*), এবং ল্যাকটিন (*Lactin*) তৈরি করে যাহা অপকারী জীবাণুকে (*Pathogens*) ধ্বংস করতে পারে। প্রোবায়োটিকের জীবাণুরা ফরমিক এসিড, ল্যাকটিক এসিড এবং এসিটিক এসিড তৈরী করে অন্তের *PH* কমিয়ে দেয়, ফলে অপকারী জীবাণুরা বৃদ্ধি পেতে পারে না। উপরোক্ত পদ্ধতিগুলো দ্বারা প্রোবায়োটিক অপকারী জীবাণুগুলো ধ্বংস করে বা বৃদ্ধি হতে দেয় না। ইহাই *competitive exclusion process* সংক্ষেপে *CEP*. বাচ্চা বয়স থেকে প্রোবায়োটিক ব্যবহার করে বেশী উপকৃত হওয়া যায়। অধিকস্ত, *MOS (Mannan Oligosaccharide)* ব্যবহার করে জীবাণুকে ধ্বংস করা যায় এবং অন্তের কার্যক্রম বৃদ্ধি করা যায়।
- ২। প্রিবায়োটিক্স:** প্রিবায়োটিক হলো ফার্মেটেড কার্বহাইড্রেট, যারা অন্তের মাইক্রোফ্লোরার কার্যক্রমে পরিবর্তন এনে *host* এর উপকার করে থাকে। এই প্রিবায়োটিক গুলো বস্তুত: প্রোবায়োটিকের জীবাণুগুলোর খাদ্য হিসাবে কাজ করে। ইনুলিন, অলিগোফ্রুকটোস এবং গ্যালেকটোডাইস্যাক্তারাইড হলো প্রিবায়োটিকের উদাহরণ।
- ৩। সিনিবায়োটিক্স:** প্রিবায়োটিক্স এবং প্রোবায়োটিক্স যখন একসাথে প্রয়োগ করা হয় তখন সিনারজেষ্টিক পদ্ধতিতে ( $1+1=3$ ) কাজ করে। এটাই সিনিবায়োটিক্স সিনিবায়োটিক্স *Gut*

health এবং performance এর উন্নতি ঘটায়।

- ৪। এসিডিফিকাইয়ারস:** অর্গানিক এসিডস্ (প্রোপায়োনিক এসিড, ফরমিক এসিড, ল্যাকটিক এসিড প্রভৃতি) অন্তের *PH* কমায়, এনজাইমের কাজ বাড়িয়ে দেয় এবং ক্ষতিকর জীবাণুর বৃদ্ধি রোধ করে।
- ৫। ফাইটোজেনিক্স (ফাইটোবায়োটিক্স):** কিছু কিছু ডেম্পজ লতা, মশলা, সুগন্ধি উদ্ভিদের এন্টি মাইক্রোবিয়াল, এন্টিফাংগাল, এন্টিভাইরাল এবং এন্টিঅক্সিডেন্ট কার্য ক্ষমতা আছে। এরা অন্তের ক্ষতিকর জীবাণুর সংখ্যা কমায় এবং *Villi* এর আকার বৃদ্ধি করে খাদ্য উপাদান প্রহরের ক্ষমতা বাঢ়ায়। তাই এন্টিবায়োটিকের পরিবর্তে খাদ্যের/পানির সাথে এগুলো ব্যবহার করা যায়।
- ৬। এনজাইম:** খাদ্যের সাথে নির্দিষ্ট এনজাইম ব্যবহার করে খাদ্য উপাদানের শোষণ বাঢ়ানো যায়। তাছাড়া খাদ্যের অপ্রয়োজনীয় উপাদান ভেঙ্গে শক্তি উৎপাদনে সহায়তা করে।
- ৭। ইমিউনোষ্টিমুলেন্টস:** সেলিনিয়াম, ভিটামিন-ই, লিভামিসল ইত্যাদি শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাঢ়ায়।

এখন সময় এসেছে উৎপাদনকারী ও ভোক্তারা একই ভাবে, একই লাইনে চিন্তা করার। তবে উভয় পক্ষের স্বার্থ সংরক্ষিত করতে হবে। খাদ্যে এন্টিবায়োটিকের ব্যবহার পর্যায়ক্রমে কমিয়ে শুণ্ডের কোঠায় আনতে হবে; এন্টিবায়োটিকের ব্যবহার না করে খাদ্যে বিকল্প কিছু ব্যবহার করে মৃত্যু নিয়ন্ত্রণ করতে হবে ও উৎপাদন (growth) ঠিক রাখতে হবে। উপরোক্ত (১ নং থেকে ৭ নং পর্যন্ত) বিকল্পগুলো ব্যবহৃত হতে পারে। আইন করে এবং সেই আইন সঠিকভাবে প্রয়োগ করে এন্টিবায়োটিক এর যথেচ্ছা ব্যবহার, স্বল্প মাত্রায় ব্যবহার, কোর্স সমাপ্তি না করার প্রবণতা দূর করতে হবে। জীব নিরাপত্তা ব্যবস্থা সঠিকভাবে মেনে চলার মাধ্যমে পরিবেশের প্রতিকূলতা দূর করা যায়। এন্টিবায়োটিক ব্যবহার না করলেও যে মুরগি পালন করা যায় সেই বিষয়ে খামারীদের সচেতন করা প্রয়োজন। এই জন্য “Indicator farm বা নির্দেশক খামার” করে খামারীদের দেখাতে হবে এবং উদ্ভুদ্ধ করতে হবে, যেখানে এন্টিবায়োটিক ব্যবহার করতে হবে না, বিকল্প কিছু ব্যবহৃত হবে। শিরোনাম প্রশ্নবোধক দিয়ে শুরু করেছি, আশা করি উত্তর খুঁজে পাবেন। একটি প্রশ্ন উপস্থাপন করে শেষ করছি। জীবাণু যদি বাঁচার তাগিদে বা পরবর্তী বংশধরদের বাঁচিয়ে রাখতে জীবনে পরিবর্তন আনতে পারে, তবে মানুষ হয়ে চিন্তাভাবনায় বা অভ্যাসে আমরা কেন পরিবর্তন আনতে পারব না ?

## Diagnostic Products List of Bio-Lab

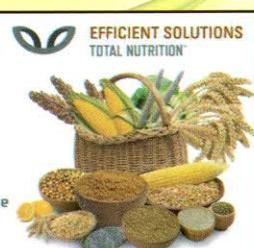
DNA Extraction Kit, RNA Extraction Kit, GEL Extraction Kit, One-Step Real Time PCR Kit, Two-Step Real Time PCR Kit, Conventional PCR Kit, Primer, DNA Ladder, Probe, Trizol Reagent, TAE Buffer, dNTP Mix, Agarose, DNASE Free Water, RNASE Free Water, Elisa Kit for Poultry & Dairy, Aflatoxin Detection Kit, Ochratoxin Detection Kit, T2 Toxin Detection Kit Antigen, Antiserum, PBS Tablet, Reference Control, Rapid Test Kit Etc.

For more Information : Tel : +8802 8959118  
Bio-Lab Mob : 01718858805  
Uttara, Dhaka E-mail : biolabbd@gmail.com

## BRAND NEW ENZYME CONCEPTS TO MEET FEED CHALLENGES

KEMZYME® XPF  
Leveraging Carbohydrate Metabolism  
NutriKEM® XLPro Nutrient Cost at an Ease  
KEMZYME® Protease The Precise Multi-Protease

**KEMIN** INSPIRED MOLECULAR SOLUTIONS™  
Kemin Industries South Asia Private Limited  
 Sigma Bangla



45, Bir Uttam C.R. Datta Road (2nd Floor) Old: 33, Sonargaon Road, Paribagh Dhaka-1000, Bangladesh Phone : +88-02-9675876, Mobile : 01972-472247 Fax : +88-02-9675876, E-mail : info@sigmabangla.com, www.sigmabangla.com

## কার্যনির্বাহী পরিষদের গুরুত্বপূর্ণ মজ্জা - আগস্ট ২০১৫

গত ০৮ ই আগস্ট, ২০১৫ রোজ শনিবার বিকাল ৮.০০ ঘটিকায় WPSA-BB এর ১৪১তম কার্যনির্বাহী পরিষদের সভা সভাপতি জনাব শামসুল আরেফিন খালেদ এর সভাপতিত্বে WPSA-BB সচিবালয়স্থ সভাকক্ষ (৭ম তলা), মেগা ডিমিসাইল, ফ্ল্যাট-৬বি, প্লট-৯১, ব্লক-বি, রোড-৪, নিকেতন, গুলশান-১, ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। এটি ছিল কার্যনির্বাহী পরিষদ ২০১৫-২০১৬ এর ১ম সভা। সভাপতি নতুন কমিটির উপস্থিত সবাইকে স্বাগত জানান। উক্ত সভায় WPSA-BB এর কার্যক্রমকে আরো গতিশীল রাখার জন্য আগামী দু'বছরের কর্মপরিকল্পনা স্থির করার লক্ষ্যে ০৮ সদস্যের

একটি আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা ছাড়াও 'নিউজ লেটার' এর জন্য একটি নতুন সম্পাদকীয় কমিটি, Website হালনাগাদকরণ, সদস্যপদ গ্রহণ ও নবায়নের জন্য প্রাপ্ত আবেদনপত্র গঠনত্বের শর্তাবলী মোতাবেক যথাযথ কিনা তা যাচাই-বাচাইয়ের জন্য সাব-কমিটি গঠন ছাড়াও ৯ম আন্তর্জাতিক পোল্ট্রি শো ও সেমিনার-২০১৫ এর সেমিনার সেশনে উপস্থাপিত কারিগরী পেপার থেকে পোল্ট্রি সেক্টরের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নির্বাচনের আরো একটি মূল্যায়ণ কমিটি গঠন করা হয়।



## কার্যনির্বাহী পরিষদের গুরুত্বপূর্ণ মজ্জা - সেপ্টেম্বর ২০১৫

গত ০৫ ই সেপ্টেম্বর, ২০১৫ রোজ শনিবার বিকাল ৮.০০ ঘটিকায় WPSA-BB এর ১৪২তম কার্যনির্বাহী পরিষদের সভা সভাপতি জনাব শামসুল আরেফিন খালেদ এর সভাপতিত্বে WPSA-BB সচিবালয়স্থ সভাকক্ষ (৭ম তলা), মেগা ডিমিসাইল, ফ্ল্যাট-৬বি, প্লট-৯১, ব্লক-বি, রোড-৪, নিকেতন, গুলশান-১, ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় ১৪১তম সভায় আলোচিত বিষয়াদির উপর আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় এবং গঠিত সাব-কমিটি আহ্বায়কগণ স্ব-স্ব কমিটির কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে সভাকে অবহিত করেন। এতে WPSA-BB সভাপতি Website হালনাগাদকরণের উপর একটি প্রস্তাবনা প্রজেক্টের মাধ্যমে উপস্থাপন করেন এবং সকলের পরামর্শ কামনা করেন। এ ছাড়াও আগামী ৯ ই অক্টোবর,

২০১৫ তারিখে উদযাপনযোগ্য 'বিশ্ব ডিম দিবস ২০১৫' এর বিষয়ে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত সমূহ সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়ঃ

- (১) বিভিন্ন স্লোগান সম্বলিত প্লাকার্ডসহ শোভাযাত্রা আয়োজন।
- (২) দিবসটির গুরুত্ব বিবেচনায় এনে রাজধানী ঢাকাসহ ৭টি বিভাগীয় শহরে একই সংগে 'মিট দ্যা প্রেস' আয়োজন।
- (৩) বিভিন্ন স্লোগান সম্বলিত পোষ্টারিং করা।

সভায় আরো সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, 'বিশ্ব ডিম দিবস ২০১৫' এর সব ক'টি অনুষ্ঠান WPSA-BB এর সার্বিক সহযোগিতায় বাংলাদেশ পোল্ট্রি ইন্ডাস্ট্রিজ সমন্বয় কমিটি (BPICC) কর্তৃক আয়োজন করবে।



## কেন্দ্রীয় WPSA এর Nominations Advisory Committee-2016'তে WPSA-BB এর সাধারণ সম্পাদক'কে অর্প্তুক্তকরণ

আমরা অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, এই প্রথমবারের মত WPSA-BB এর সাধারণ সম্পাদক জনাব মোঃ সিরাজুল হক'কে কেন্দ্রীয় WPSA এর *Nominations Advisory Committee-2016* তে সদস্য হিসেবে মনোনীত করা হয়েছে। এ কমিটি Prof A Cahaner এর নেতৃত্বে WPSA এর *Immediate Past President, Immediate Past President EF & Immediate Past President AFP* এবং বিশ্বের ১৫ টি বৃহৎ শাখার শাখা সম্পাদকদের সমন্বয়ে গঠিত। উপর্যুক্ত কমিটি সারা বিশ্বের পোল্ট্রি শিল্পের বিভিন্ন ক্ষেত্র যেমনঃ একাডেমিক, ইন্ডাস্ট্রিজ এবং সরকারের নীতি-নির্ধারকদের সাথে এ শিল্পের উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনার করতে কেন্দ্রীয় WPSA এর কেন্দ্রীয় কমিটি'কে (সভাপতি, ৫ জন সহ-সভাপতি, সম্পাদক এবং কোষাধ্যক্ষ) সহায়তা করবেন। WPSA-BB এর সাধারণ সম্পাদক'কে কেন্দ্রীয় WPSA এর *Nominations Advisory Committee-2016* তে সদস্য হিসেবে মনোনয়ন WPSA-BB তথা বাংলাদেশের পোল্ট্রি সেক্টরের জন্য নিঃসন্দেহে একটি বিরল সম্মান ও গৌরবময় অর্জন।

### Nominating Advisory Committee 2016

Chairman NAC	Prof A. Cahaner	avigdor.cahaner@mail.huji.ac.il
Immediate Past President	Dr Bob Pym	bobpym@gmail.com
Immediate Past President EF	Mr Yves Nys	yves.nys@tours.inra.fr
Immediate Past President AFP	Mr Alan Gibbins	avianag@infogen.net.nz
<b>Branch</b>	<b>Secretary</b>	
USA	Dr R.E. Buresh	bob.buresh@novusint.com
GERMANY	Dr A. Förster	foerster@ltz.de
BANGLADESH	Mr M.S. Hoque	siraj@renata-ltd.com
ISRAEL	Ing Y. Malka	izmal@shaham.moag.gov.il
INDIA	Dr S.V. Deshmukh	shrikant.deshmukh@venkys.com
RUSSIA	Mrs T.V. Vasilieva	vasilievatv@gmail.com
CHINA	Dr J. Zheng	jxzheng@cau.edu.cn
UNITED KINGDOM	Mr S.A. Lister	salister@crowshall.co.uk
THE NETHERLANDS	Ing M.C. van der Hulst-van Arkel	secretariaat@WPSA.nl
INDONESIA	Dr L.H. Prasetyo	hardiprst@gmail.com
SPAIN	Mr C. Faus Masgrau	secretario@wpsa-aeca.es
FRANCE	Mr M. Duclos	michel.duclos@tours.inra.fr
JAPAN	Dr N. Goto	naoki.goto@hendrix-genetics.com
AUSTRALIA	Prof J.R. Roberts	jrobert2@une.edu.au
POLAND	Prof Dr hab E. Lukaszewicz	ewa.lukaszewicz@up.wroc.pl



Towards antibiotic-free quality farming

Right way to prevent E.coli, Salmonella and Clostridium

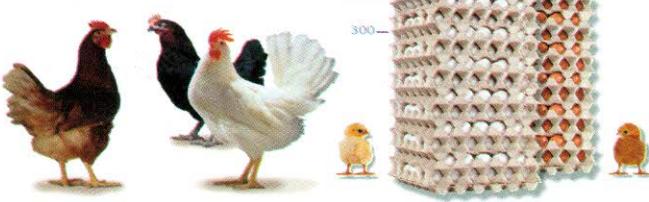
**TGI** Total Gut Integrity  
A Classical Synbiotic (probiotic + prebiotic)

**SGS** Super Gut Solution  
Liquid water acidifier

**AVON** animal health

**ISA** A Hendrix Genetics Company

Breeding For 500 First Quality Eggs



Contact Person : Md. Shahadat Hossain, Mobile : +880 171 159 2437, email : shahadat.hossain@hendrix-genetics.com

[www.isapoultry.com](http://www.isapoultry.com)

## WPSA-BB সদস্যপদ নথায়ন

সম্মানিত সকল সদস্যবৃন্দের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, ২০১৬-২০১৭ বছরের জন্য সদস্যপদ নথায়ন কার্যক্রম অঙ্গীকৃত, ২০১৫ খ্রীঃ মাসে শুরু হবে। এ কার্যক্রম ডিসেম্বর ১৫, ২০১৫ খ্রীঃ পর্যন্ত চলবে।

সদস্যপদ নথায়ন সংক্রান্ত তথ্যাবলী WPSA-BB এর ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে অথবা WPSA-BB এর সচিবালয়ে যোগাযোগের মাধ্যমে জানা যাবে। WPSA-BB এর সংশোধিত গঠনতত্ত্বে সদস্যপদ গ্রহণের জন্য যে সকল যোগ্যতার বিষয় উল্লেখ রয়েছে, কেবলমাত্র সে সকল শর্ত মোতাবেক যোগ্যরাই ওয়েবসাইটে দেয়া আবেদনপত্র ফরম যথাযথভাবে পূরণ করে নথায়ণের আবেদনপত্র WPSA-BB সচিবালয়ে দাখিল করবেন। প্রাপ্ত আবেদনপত্র WPSA-BB কর্তৃক গঠিত যাচাই-বাচাই সাব-কমিটি কর্তৃক যথার্থ বিবেচিত হলেই কেবলমাত্র নির্ধারিত চাঁদা পরিশোধ সাপেক্ষে নথায়ণ এবং নতুন সদস্যপদ গ্রহণ করা যাবে।

ওয়ার্ল্ড'জ পোল্ট্রি ম্যানেজ এন্ড ইন্ডাস্ট্রি-বাংলাদেশ শাখা কর্তৃক প্রকাশিত নিউজলেটারে প্রকাশণাত্মক জন্য লেখা পাঠানোর নিয়মাবলী

- \* লেখা এ-ফোর সাইজ কাগজের অনধিক ৫(পাঁচ) পৃষ্ঠার মধ্যে (সারনি ও ছবিসহ, যদি থাকে) হতে হবে।
- \* বাংলা ও ইংরেজি যে কোন এক ভাষায় লেখা হতে পারে। তবে প্রকাশনার ক্ষেত্রে বাংলা প্রবন্ধগুলো অগ্রাধিকার পাবে।
- \* লেখা ই-মেইল-এ word document হিসাবে সম্পাদক বরাবরে [biolabbd@gmail.com](mailto:biolabbd@gmail.com)-এ ঠিকানায় পাঠাতে হবে।
- \* কোন লেখার মতামতের জন্য সম্পাদক ও সম্পাদনা পরিষদ দায়ি থাকবেন।
- \* লেখার মাধ্যমে কোন বিশেষ Product-এর প্রচার বা প্রসার ঘটানো যাবেন।

-- সম্পাদক



## WPSA ওয়ার্ল্ড ওয়াইড আগাম বার্তা World Events of WPSA

### 15-16 October 2015

Cambridge University, United Kingdom  
5th Roundtable on Poultry Economics  
Working Group 1  
Contact: Ir P.L.M. van Horne, Agr. Economics Research Inst. (LEI), Wageningen UR, Postbus 35 6700 AA Wageningen, The Netherlands  
Phone: +31 317 479761; Fax: +31 317 479661  
E-mail: peter.vanhorne@wur.nl

### 15-18 October 2015

Spice Hotel, Antalya, Turkey  
Potential for poultry production in developing countries  
Contact: Turkey  
Mr Gülbenc Yalcin, Secretary of WPSA Turkish Branch  
Phone: +90 212 358 5729, Mobile: +90 533 348 7747  
E-mail: gyalcin347@gmail.com  
Russia: Mrs T.V. Vasilieva, Secretary of WPSA Russian Branch  
Phone: +7 495 944 6313, Fax: +7 495 944 6158  
E-mail: vasilievatv@gmail.com  
Website: [www.pdc2015.com](http://www.pdc2015.com)

### 15-16 October 2015

Golden Tulip, Kumasi City, Ghana  
International Poultry & Livestock Expo  
Contact: John Bewuah Edusei, PO Box 459, K.N.U.S.T., Kumasi, Ghana  
Phone: +233 20 813 3528 / +233 20 329 6201  
E-mail: jkbedusei@yahoo.com / info@palsafrica.com  
Website: [www.palsafrica.com](http://www.palsafrica.com)

### 28-30 October 2015

Málaga, Spain  
52nd WPSA Spanish Branch Symposium  
Contact: Secretaría Técnica  
E-mail: secretaria@wpsa-aeca.es  
Website: [www.wpsa-aeca.es](http://www.wpsa-aeca.es)

**FORMI® NDF**  
Improve your productivity with DIFORMATES

**ADDCON**

- \* Powerful antimicrobial effect
- \* Controls harmful bacteria like Salmonella, E.Coli, Clostridia
- \* Improves livability, FCR, feed & gut hygiene

Manufactured by:  
ADDCON GROUP GmbH • Kaiserstr. 1a • 53113 Bonn • Germany  
Phone: +49 228 91910-0 • Fax: +49 228 91910-80 • eMail: [info@addcon.com](mailto:info@addcon.com)

Marketed by:  
Inter Agro BD Ltd.  
Road # 29, House # 396, Flat # A4, New DOHS  
Mohakhali, Dhaka-1206, Tel: +88-02-9750717  
Fax: +88-02-9816532  
[www.addcon.com](http://www.addcon.com)

**one**  
THE ALLTECH IDEAS CONFERENCE

**MAY 22-25, 2016**  
Lexington, Kentucky

**ONE.ALLTECH.COM**

## কার্যনির্বাহী পরিষদ ২০১৫-১৬ EXECUTIVE COMMITTEE 2015-16

গত ১১ই এপ্রিল ২০১৫ খ্রীঃ তারিখে ওয়াল্ড'স পোল্ট্রি সায়েন্স এসোসিয়েশন-বাংলাদেশ শাখার ২১ সদস্য বিশিষ্ট ২ বছর মেয়াদী (২০১৫-১৬) কার্যনির্বাহী পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। জনাব শামসুল আরেফিন খালেদ সভাপতি ও জনাব মোঃ সিরাজুল হক সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৩ ই জুন ২০১৫ খ্রীঃ তারিখে কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় নতুন কমিটি দায়িত্ব গ্রহণ করেন।



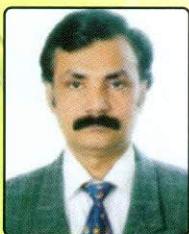
জনাব শামসুল আরেফিন খালেদ  
সভাপতি



জনাব মোঃ সিরাজুল হক  
সাধারণ সম্পাদক



জনাব আবুল কুদ্রে ফজলে রহিম খান  
সিনিয়র সহ-সভাপতি



ডাঃ এসএমএফবি আবদুস সবুর  
সহ-সভাপতি



জনাব জাহানুল ইসলাম  
সহ-সভাপতি



ড. মোঃ নজরুল ইসলাম  
সহ-সভাপতি



প্রফেসর ড. এমদাদুল হক চৌধুরী  
সহ-সভাপতি



ডাঃ মোঃ কামরুজ্জামান  
যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক



ডাঃ এম. নজরুল ইসলাম  
কোমাধ্যক্ষ



জনাব মোঃ মাহবুব হাসান  
কার্যনির্বাহী সদস্য



ড. মোঃ গিয়াস উদ্দিন  
কার্যনির্বাহী সদস্য



ড. এ বি এম খালেকুজ্জামান  
কার্যনির্বাহী সদস্য



ড. সুবাশ চন্দ্র দাস  
কার্যনির্বাহী সদস্য



জনাব মোঃ ইউমুছ আলী  
কার্যনির্বাহী সদস্য



জনাব মোঃ শাহাদত হোসেন  
কার্যনির্বাহী সদস্য



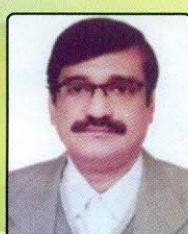
জনাব ফাযেজুর রহমান (ফায়েজ)  
কার্যনির্বাহী সদস্য



ডাঃ এম আলী ইমাম  
কার্যনির্বাহী সদস্য



জনাব এ এম মোহাম্মদ নূরুল আলম  
কার্যনির্বাহী সদস্য



জনাব অজয় কুমার রায়  
কার্যনির্বাহী সদস্য



জনাব মিস্টুর রহমান  
কার্যনির্বাহী সদস্য  
প্রাক্তন সভাপতি



জনাব মোঃ রফিকুল হক  
কার্যনির্বাহী সদস্য  
প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক